তারিখ 24 SEP 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ...

যুগান্তর

কেরানীগঞ্জে শিক্ষকের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

কেরানীগঞ্জের গোলজারবাগে আয়মনা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিজয় কৃষ্ণ বেপারির বিরুদ্ধে ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের শাস্তি দাবি ও টাকা ফেরতের জন্য কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেছেন ভুক্তভোগী ১৬ ছাত্রী। ফেঁসে যাওয়ার ভয়ে প্রধান শিক্ষক অভিযোগকারী ছাত্রীদের বহিষ্কারের হুমকি দিচ্ছেন। জানা যায়, আয়মনা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ১২০ জন দরিদ্র শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতায় ৬ মাস পরপর বিভিন্ন অংকের সরকারি সহায়তা পেয়ে থাকে। অগ্রণী ব্যাংক জিনজিরা শাখার মাধ্যমে বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তির টাকা সংগ্রহ করে। কিন্তু ২০১৬ সালের জানুয়ারি-জুন মেয়াদে আসা উপবৃত্তির টাকা পায়নি ২৫ ছাত্রী। এদের মধ্যে অনেকের বিয়ে হয়ে গেছে, কেউ ছাড়পত্র নিয়ে অন্য বিদ্যালয়ে চলে গেছে, অনেকে আবার লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছে। আর এ সুযোগে প্রধান শিক্ষক বিজয় কৃষ্ণ বেপারি অনুপস্থিত এসব ছাত্রীর উপবৃত্তির টাকা বিশেষ কৌশলে তুলে আত্মসাৎ করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ৭ম শ্রেণীর তানজিলা আক্তার রিমা, ৮ম শ্রেণীর ফাতেমা আক্তার, ৯ম শ্রেণীর শারমিন আক্তার, ১০ম শ্রেণীর প্রিয়া আক্তার, সুমাইয়া আক্তার ঝর্না বিয়ের কারণে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত রয়েছে। তাদের নামে টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। ৮ম শ্রেণীর স্বর্ণা আক্তার ও বন্যা আক্তার দুই যমজ বোন, যারা এ বছর বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি। তাদের নামেও টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এছাড়া ৮ম শ্রেণীর দীপা রানী মণ্ডল, শিলা আক্তার, ইভা আক্তার, ৯ম শ্রেণীর পুষ্পমালা, সুলতানা আক্তার, ফারজানা আক্তার ও নাসরিন আক্তারের উপবৃত্তির টাকা বিশেষ কৌশলে উত্তোলন করা হয়েছে। এছাড়াও উপবৃত্তির টাকা প্রদানের সময় যারা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারেনি তারা পরের দিন প্রধান শিক্ষকের কাছে টাকা চাইলে তাদের টাকা দেয়া হয়নি। টাকা ফেরতের দাবিতে ২৭ আগস্ট কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেন ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীরা। ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিলুফার জাহানকে। কিন্তু অদৃশ্য কারণে তদন্তই করেননি তিনি। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক বিজয় কৃষ্ণ বেপারি ছাত্রীদের বাড়ি যাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, কোনো চাপ প্রয়োগ করতে নয়, কেন অভিযোগ দিল সেটা জানতে গিয়েছিলাম। উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের যে অভিযোগ ছাত্রীরা করেছে তা ভিত্তিহীন। এক ছাত্রীকে স্কুলে ঢুকতে না দেয়ার বিষয়ে তিনি উপবৃত্তির টাকা না পেয়ে ছাত্রীর মা তার সঙ্গে খারাপ ব্য করেছেন। এজন্য তাকে ঢুকতে দেয়া হয়নি।